- বিদেশে যাওয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হলে গন্তব্য দেশে যাওয়ার আগে বিমানের টিকিট সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় ও আনুষাঙ্গিক জিনিস গুছিয়ে নিন।
- যাওয়ার আগে গন্তব্য দেশের আবহাওয়া, আইন-কানুন, খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা নিন।
- নিজের ও পরিবারের নামে দুইটি ব্যাংক একাউন্ট খুলে বিদেশে যান। একটিতে নিজের জন্য সঞ্চয় করুন; অন্যটিতে পরিবারের খরচের জন্য টাকা পাঠান।
- রেমিট্যান্সের বিনিয়োগ ও দেশে ফিরে এসে কি করবেন- যাওয়ার আগে ভেবে নিন ও পরিকল্পনা করুন।
- বিদেশে গিয়ে কর্মক্ষেত্রে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করুন, প্রবাসের আইন মানুন ও পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন।
- বিদেশে গিয়ে চুক্তি অনুযায়ী প্রতিশ্রুত চাকুরি বা বেতন যদি না পান তাহলে নিয়োগকর্তা বা এজেন্সিকে জানান। সমস্যা সমাধান না হলে প্রয়োজনে বাংলাদেশ দূতাবাস/ লেবার উইংস বা দেশে বিএমইটিতে অভিযোগ করুন।
- যাওয়ার আগে সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করে দুই সেট ফটোকপি করে- একসেট নিজের সাথে রাখুন ও অন্য সেট পরিবারের কাছে রেখে যান; যা পরবর্তীতে প্রয়োজন হতে পারে।

চূড়ান্তভাবে বিদেশে যাওয়ার আগে বাংলাদেশ দূতাবাস, এজেন্সি/ সাব-এজেন্ট, নিয়োগদাতা, লেবার উইংস ও সংশ্লিষ্ট এনজিও সমূহের ঠিকানা ও ফোন নম্বর সাথে রাখুন এবং প্রয়োজনে সহায়তা নিন।

> “কর্ম এলাকায় সিমস প্রকল্প আপনাকে নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ দিচ্ছে।
>
> নিরাপদ অভিবাসন, আইনি পরামর্শ ও রেমিট্যান্স বিনিয়োগ সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে নিচের ফোন নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করুন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা নিন।”

অভিবাসন সংক্রান্ত যে কোন প্রয়োজনে
সরকারের প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার

+৮৮ ০১৭৮৪ ৩৩৩ ৩৩৩
+৮৮ ০১৭৯৪ ৩৩৩ ৩৩৩
+৮৮ ০২ ৯৩৩৪ ৮৮৮

ফোন করে পরামর্শ ও সহায়তা নিন।

জেনে বুঝে বিদেশ যান
সঠিক নিয়মে সব সমাধান

সিমস প্রকল্পের কর্ম এলাকা

নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে সকল প্রকার তথ্য, আইনি সহায়তা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেতে সিমস প্রকল্পের সহযোগী সংস্থার সাথে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন	
রামরু ও সিসিডিএ *(কুমিল্লা জেলা)*	০১৯১১৭৪৪৬২৪
প্রত্যাশী *(চট্টগ্রাম জেলা)*	০১৮১০১৯৩৯৩৯
ওকাপ *(নরসিংদি ও কুমিল্লা জেলা)*	০১৮৪২৭৭৩৩০০
বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি *(বিএনডব্লিউএলএ)*	০১৭১১৮০০৪০৬

সচেতনতায়

‘স্ট্রেনদেনথ এন্ড ইনফরমেটিভ মাইগ্রেশন সিস্টেমস- সিমস’ প্রকল্প
হেলভেটাস বাংলাদেশ ও সুইস এজেন্সী ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন (এসডিসি)

সুইজারল্যান্ডের সহায়তায়

HELVETAS BANGLADESH

Design: PATHWAY/www.pathway.com.bd

“নিয়ম মেনে বিদেশে যাই অর্থ সম্পদ দুই-ই পাই”

সিমস প্রকল্প ও নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক কার্যক্রম

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর কাজের উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ বিদেশে যাচ্ছেন এবং বিদেশে গিয়ে নিয়মিতভাবে তাঁরা দেশে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। তবে বিদেশে যাওয়ার সঠিক ও হালনাগাদ তথ্যের ঘাটতি এবং যথাযথ নিয়ম না জানার কারণে বিদেশে যেতে গিয়ে অভিবাসী কর্মীরা প্রায়ই সমস্যায় পড়েন। একইভাবে বৈধ কাগজপত্র না থাকার কারণে অনেকে বিদেশে গিয়ে পড়েন নানা জটিলতায়। অনেকে আবার অসৎ মধ্যস্বত্বভোগীদের প্ররোচনায় পড়ে প্রতারণার শিকার হয়ে ফিরে আসেন। বিদেশে গিয়ে অনেকে মানব পাচারকারীর ফাঁদে পড়ে পাচারের শিকার হন যেখানে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী ফিরে আসার পরও সঠিক মাধ্যম না জানার কারণে সহজে ন্যায় বিচার পান না। এছাড়া অভিবাসীর পরিবার ছাড়াও সফল অভিবাসীরা অভিবাসন শেষে দেশে ফিরে আসার পর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পর্যাপ্ত তথ্য না জানার কারণে আশানুরূপ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে পারেন না।

RMMRU CDA PROTTYASHI OKUP BNWLA

তাই সম্ভাব্য বিদেশগামী, বিদেশে অবস্থানরত ও বিদেশ ফেরত অভিবাসীর প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন (এসডিসি) এর অর্থায়নে আন্তর্জাতিক সংস্থা হেলভেটাস বাংলাদেশ দেশের অভিবাসন প্রবণ অন্যতম তিনটি জেলা যথা: চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও নরসিংদী জেলার অধীন ২৩টি উপজেলার আওতাভুক্ত ১১৫টি ইউনিয়নে সিমস ('স্ট্রেনদেনথ এন্ড ইনফরমেটিভ মাইগ্রেশন সিস্টেমস- সিমস') প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। চার বছর মেয়াদী এই প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে হেলভেটাসকে সহায়তা করছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রত্যাশী, ওকাপ এবং রামরু ও সিসিডিএ। এছাড়াও এই প্রকল্পের অধীন অভিবাসীদের জন্য মানবাধিকার ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমগ্র কর্ম এলাকায় ও জাতীয় পর্যায়ে কাজ করছে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ)।

এই প্রকল্পটি নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক তথ্য প্রদানের জন্য কর্ম এলাকায় ব্যাপকহারে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যাতে অভিবাসীরা চাহিদামাফিক ও সঠিক তথ্য পেয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, প্রতারিতরা আইনি সহায়তা ও পরামর্শ পান এবং অভিবাসী পরিবারের সদস্যরা রেমিটেন্স ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ নিয়ে জীবনমান উন্নয়ন করতে পারেন। এছাড়াও সম্ভাব্য বিদেশগামী, অভিবাসী পরিবার, বিদেশ ফেরত, স্থানীয় অংশীজন, তৃণমূল সংস্থা, সিবিও ও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে ওরিয়েন্টেশন, মতবিনিময়, প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় অ্যাডভোকেসি কর্মসূচির আয়োজন করছে; যাতে মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই অভিবাসন নিশ্চিত হয় এবং মানুষের হয়রানি হ্রাস করে সার্বিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়।

সিমস প্রকল্পের লক্ষ্য ও প্রত্যাশিত ফলাফল সমূহ

অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় সুশাসন ও নিরাপদ প্রক্রিয়া অনুশীলনের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির (নারী ও পুরুষ) সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করা সিমস প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। প্রকল্প মেয়াদ শেষে নিম্নলিখিত তিনটি প্রত্যাশিত ফলাফল হলো :

- **প্রত্যাশিত ফলাফল-১:** অভিবাসী নারী ও পুরুষ কর্মী অভিবাসনের সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা ও ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে অবগত হয়ে অভিবাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
- **প্রত্যাশিত ফলাফল-২:** অভিবাসনকে নিরাপদ করতে সরকারি এবং বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় নতুন বা উন্নত পরিসেবা প্রদান করবে।
- **প্রত্যাশিত ফলাফল-৩:** রেমিট্যান্সের সঠিক ও সুচিন্তিত বিনিয়োগের মাধ্যমে অভিবাসী ও তার পরিবারের সদস্যরা বাহ্যিক ঝুঁকিসমূহ কমিয়ে আনতে সমর্থ হবে।

প্রকল্প হতে প্রদত্ত সেবাসমূহ

- নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসন সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি।
- নিরাপদ অভিবাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন তথ্য, আইনি পরামর্শ এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণে সহযোগিতা।
- অভিবাসন সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় পর্যায়ে অংশীজনদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ তৈরি ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা।
- সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের বিদ্যমান সেবাসমূহ পেতে সহযোগিতা।
- সম্ভাব্য বিদেশগামী, বিদেশে অবস্থানরত, বিদেশ ফেরত ও তাঁদের পরিবারের প্রয়োজনীয় পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা।
- সমস্যাগ্রস্ত, প্রতারিত ও নির্যাতনের শিকার হওয়া অভিবাসী কর্মীদের বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।
- সঠিকভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং ব্যবসায় উন্নয়নে অভিবাসী ও তাঁদের পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।

বিদেশ যেতে চাইলে সরকার নির্দেশিত নিয়ম কানুন মেনে বিদেশে যান, তবেই অভিবাসন নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও লাভজনক হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর যেমন বিএমইটি, ডেমো, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, টিটিসি'র পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ যারা অভিবাসন ইস্যুতে কাজ করে তাদের পরামর্শ ও সেবা নিন।

নিরাপদে বিদেশ যেতে চাইলে নিচের ধাপসমূহ মেনে চলুন

- লাভ-ক্ষতির হিসাব করে বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সিমস প্রকল্প বিদেশগামীদের প্রাক-সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করছে; সেগুলো জানুন।
- জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডেমো), ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার বা অনলাইনে নাম নিবন্ধন করে বিদেশ যান।
- নিকটস্থ পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে সঠিক তথ্য দিয়ে নিজের পাসপোর্ট নিজেই করুন।
- বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি যাচাই করে বিদেশে যান। বৈধতা যাচাইয়ে জেলা জনশক্তি অফিস, বিএমইটি ও এনজিও মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের সহায়তা নিন।
- বিদেশ যেতে চাইলে যদি সাব-এজেন্টের সহায়তা নিতে হয় তাহলে এজেন্সির প্রতিনিধির তথ্য যাচাই করুন এবং তারপর জেনে বুঝে সাক্ষী প্রমাণ রেখে লেনদেন করুন।
- আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিতজনের মাধ্যমে বিদেশে যেতে চাইলে ভিসার সত্যতা যাচাই করুন ও স্বাক্ষী প্রমাণ রেখে লেনদেন করুন।
- সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) হতে বিদেশে চাহিদা উপযোগী কাজের প্রশিক্ষণ নিন এবং গন্তব্য দেশের ভাষা শিখুন।
- নিয়োগকর্তার চাহিদামত নির্ধারিত মেডিকেল সেন্টার হতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট নিয়ে বিদেশে যান। গন্তব্য দেশের চাহিদানুযায়ী কোভিড'১৯ এর সার্টিফিকেট সংক্রান্ত নুতন কোন নির্দেশনা থাকলে তা মেনে বিদেশে যান।
- ভিসা ও চুক্তিপত্র যাচাইয়ের জন্য জেলা জনশক্তি অফিস, বিদেশে গেছেন এমন বিশ্বস্ত কেউ বা এনজিও মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের সহায়তা নিন।
- টিটিসি থেকে প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করুন। তারপর যাওয়ার আগে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস থেকে স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ করুন।
- বিদেশে যেতে ঋণ লাগলে সরকারি তফসিলভুক্ত ব্যাংক বা বৈধ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিন। এছাড়া বর্তমানে জেলা পর্যায়ে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক বিদেশগামী ও বিদেশ ফেরতদের নানাবিধ আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে- প্রয়োজনে সে সহায়তা গ্রহণ করুন।

CamScanner